দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 30 JAN 2012 ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

শিক্ষাবোর্ড ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় হবে অনলাইনে শিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার

আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা।

এবার মোট পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ২০ হাজার ৫৭ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিলো ১৩ লাখ ১৫ হাজার ২ জন। এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৫ জন। এরমধ্যে আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৫২ হাজার ৯৬৯ জন, দাখিলে ২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩০ ও কারিগরি বোর্ডে [illegible] হাজার ১৫৮ জন। মোট পরীক্ষার্থীদের

পৃঃ ১০ কঃ ২

তথ্য বিনিময় হবে অনলাইনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ ৩৫ হাজার ২২৯ ও ছাত্রী ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৮২৮ জন। এবার মোট কেন্দ্রসংখ্যা ২ হাজার ৪৬৪ ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৮৫৫টি। প্রথমবারের মতো এবার আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে ছাত্রদের থেকে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।

গতকাল রোববার সচিবালয়ের অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এবারও ১ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই দিয়ে দিতে পারছি। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশের কারণে উচ্চ মাধ্যমিকে ক্লাসও ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে। এবার শিক্ষাবোর্ডগুলোর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর তথ্য আদান-প্রদান করা হবে অনলাইনে বলে জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে ১০ লাখ ৫২ হাজার ৯৬৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ৩২ হাজার ৮১৮ জন ছাত্রী এবং ৫ লাখ ২০ হাজার ১১৫ জন ছাত্র। প্রথমবারের মতো এসএসসিতে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬৬৭ জন বেশি। এবার প্রতিবন্ধীদের সময় ৫ মিনিট বাড়িয়ে ২০ মিনিট করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে এসএসসিতে ২টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। গতবছর এ সংখ্যা ছিলো ১০টি। এবার বাংলা দ্বিতীয়পত্র, ইংরেজি প্রথমপত্র, দ্বিতীয় পত্র ও গণিত ছাড়া সকল বিষয়ে (২১টি) সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে জেদ্দা, রিয়াদ, আবুধাবি, দুবাই, দোহা-কাতার, বাহরাইন ও ত্রিপলি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা হবে। বিদেশের কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৪ জন। এরমধ্যে ছাত্র ১২৫ ও ছাত্রী ১৪৯ জন।

দৃষ্টি, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখককে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন ঢাকা বধির স্কুলে ৪৬ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী রয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে দেশের সব রাজনৈতিক দল কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা কোনো দলের নয়। আমি আশা করব, এ ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করবেন। পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখবেন।

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার দিন দিন কমছে বলেও দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিকে ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে এবং মাধ্যমিকের ৩৯ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এজন্য ঝরে পড়ার হার অনেক কমে গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।